



[ishwarerain.org](http://ishwarerain.org)

## পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরূশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ
- পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না (এই পৃষ্ঠা)।
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির

দশমাংশ ও প্রথম ফল ছিল ইস্রায়েলের বৃদ্ধি থেকে পৃথক করা পবিত্র অংশ—ভূমির ফল থেকে (দ্বিতীয় বিবরণ 14:22) এবং পশুপাল থেকে (লেবীয় পুস্তক 27:32)—যা ঈশ্বর আদেশ করেছিলেন যেন তা তাঁর উপাসনাস্থলে, তাঁর বেদীর সামনে, এবং তাঁর লেবীয় যাজকদের হাতে উপস্থাপন করা হয়। এই আদেশগুলো কখনোই বাতিল করা হয়নি। যীশু কখনোই এগুলো বাতিল করেননি। কিন্তু ঈশ্বর মন্দির, বেদী এবং যাজকস্ব অপসারণ করেছেন, ফলে আজ আনুগত্য অসম্ভব। মন্দির-নির্ভর সব আইনের মতো, প্রতীকী বিকল্পগুলো আনুগত্য নয়; সেগুলো মানবীয় উদ্ভাবন।

## আইন কী আদেশ করেছিল

আইন দশমাংশকে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল। ইস্রায়েলকে শস্য, দ্রাক্ষারস, তেল এবং পশুপালসহ সমস্ত বৃদ্ধির দশমাংশ আলাদা করে সেই স্থানে আনতে হতো, যা ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন (দ্বিতীয় বিবরণ 14:22-23)। দশমাংশ স্থানীয়ভাবে বিতরণ করা হতো না। নিজের পছন্দের শিক্ষকদের দেওয়া হতো না। দূরত্বের কারণে সাময়িকভাবে টাকা বানানোর সীমিত ক্ষেত্রে ছাড়া,

এটি অর্থদানে রূপান্তর করা হতো না—এবং সেই ক্ষেত্রেও সেই অর্থকে অবশ্যই উপাসনাস্থলের ভেতরে, ঈশ্বরের সামনে ব্যয় করতে হতো (দ্বিতীয় বিবরণ 14:24-26)।

দশমাংশ লেবীয়দের অধিকার ছিল, কারণ তাদের কোনো ভূমি-উত্তরাধিকার ছিল না (গণনা 18:21)। কিন্তু লেবীয়দেরও বেদীতে যাজকদের কাছে “দশমাংশের দশমাংশ” আনতে হতো (গণনা 18:26-28)। পুরো ব্যবস্থাই কার্যকর মন্দিরের উপর নির্ভর করত।

প্রথম ফল আরও বেশি কাঠামোবদ্ধ ছিল। উপাসক ফসলের প্রথম অংশ সরাসরি যাজকের কাছে বহন করত, বেদীর সামনে তা স্থাপন করত, এবং ঈশ্বর আদেশ করা ঘোষণাটি মুখে উচ্চারণ করত (দ্বিতীয় বিবরণ 26:1-10)। এই কাজের জন্য উপাসনালয়, যাজকস্ব এবং বেদী আবশ্যিক ছিল।

## ইস্রায়েল কীভাবে পালন করেছিল

ইস্রায়েল এই আইনগুলো এমন একমাত্র উপায়েই পালন করেছিল, যেভাবে আনুগত্য সম্ভব ছিল: দশমাংশ ও প্রথম ফল শারীরিকভাবে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া (মালাখি 3:10)। কোনো ইস্রায়েলীয় প্রতীকী বা “আধ্যাত্মিক” সংস্করণ তৈরি করেনি। কোনো শতাংশ স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের কাছে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়নি। কোনো নতুন ব্যাখ্যা যোগ করা হয়নি। উপাসনা ছিল আনুগত্য, আর আনুগত্য ছিল ঠিক ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তাই।

তৃতীয় বছরের দশমাংশও লেবীয়দের উপর নির্ভর করত, কারণ ঈশ্বরের সামনে গ্রহণ ও বন্টনের দায়িত্ব ছিল তাদের—ব্যক্তিগত লোকদের নয় (দ্বিতীয় বিবরণ 14:27-29)। প্রতিটি স্তরে দশমাংশ ও প্রথম ফল ঈশ্বর স্থাপন করা ব্যবস্থার ভেতরেই বিদ্যমান ছিল: মন্দির, বেদী, লেবীয়, যাজক, আচারগত শুদ্ধতা।

## কেন আজ আনুগত্য অসম্ভব

আজ মন্দির নেই। বেদী নেই। লেবীয় যাজকস্ব সেবা করছে না। উপাসনালয় ছাড়া শুদ্ধতার ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে না। এই ঈশ্বরপ্রদত্ত কাঠামোগুলো ছাড়া কেউই দশমাংশ বা প্রথম ফল পালন করতে পারে না।

ঈশ্বর নিজেই পূর্বেই বলেছেন যে ইস্রায়েল “অনেক দিন” রাজা বা নেতা ছাড়া, বলিদান বা স্তম্ভ ছাড়া, এফোদ বা তেরাফিম ছাড়া থাকবে (হোশেয়া 3:4)। তিনি যখন মন্দির অপসারণ করলেন, তখন তিনি সেই সব আইন পালন করার সক্ষমতাও অপসারণ করলেন, যেগুলো মন্দিরের উপর নির্ভর করে।

অতএব:

- কোনো খ্রিস্টীয় পালক, মিশনারি, মিসিয়ানিক রাবি বা অন্য কোনো সেবক বাইবেলীয় দশমাংশ গ্রহণ করতে পারে না।
- কোনো সমাবেশ প্রথম ফল সংগ্রহ করতে পারে না।
- কোনো প্রতীকী দান এই আইনগুলো পূরণ করে না।

আইনই আনুগত্য সংজ্ঞায়িত করে; অন্য কিছুই আনুগত্য নয়।

## উদারতা উৎসাহিত করা হয় — কিন্তু তা দশমাংশ নয়

মন্দির অপসারণ ঈশ্বরের করুণা প্রদর্শনের আহ্বান অপসারণ করেনি। পিতা ও যীশু উভয়েই দরিদ্র, নিপীড়িত ও অত্যাচারীদের প্রতি উদারতা উৎসাহিত করেন (দ্বিতীয় বিবরণ 15:7-11; মথি 6:1-4; লূক 12:33)। স্বাধীনভাবে দান করা ভালো। কোনো গির্জা বা সেবা-কর্মকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা নিষিদ্ধ নয়। ধার্মিক কাজকে সমর্থন করা মহৎ।

কিন্তু উদারতা দশমাংশ নয়।

দশমাংশের জন্য প্রয়োজন ছিল:

- একটি নির্ধারিত শতাংশ
- নির্দিষ্ট বস্তু (কৃষিজ বৃদ্ধি ও পশুপাল)
- একটি নির্দিষ্ট স্থান (উপাসনালয় বা মন্দির)
- একজন নির্দিষ্ট গ্রহণকারী (লেবীয় ও যাজক)
- আচারগত শুদ্ধতার অবস্থা

আজ এর কোনোটিই বিদ্যমান নেই।

অন্যদিকে উদারতা:

- ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত কোনো শতাংশ নেই
- মন্দির-আইনের সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই
- স্বেচ্ছাসেবী; বিধান দ্বারা বাধ্যতামূলক নয়
- করুণা ও ধার্মিকতার প্রকাশ; দশমাংশ বা প্রথম ফলের বিকল্প নয়

আজ “অবশ্যই দশ শতাংশ দিতে হবে”—এমন শিক্ষা দেওয়া মানে শাস্ত্রে যোগ করা। ঈশ্বরের আইন কোনো নেতাকে—প্রাচীন বা আধুনিক—দশমাংশের স্থানে বাধ্যতামূলক নতুন দানব্যবস্থা উদ্ভাবনের অনুমতি দেয় না। যীশু তা শেখাননি। নবীরাও তা শেখাননি। প্রেরিতরাও তা শেখাননি।

## উদ্ভাবিত দশমাংশ আনুগত্য নয়—অবাধ্যতা

আজ কেউ কেউ আর্থিক দানকে “আধুনিক দশমাংশ”—এ রূপ দিতে চায়, এই দাবি করে যে মন্দির ব্যবস্থা না থাকলেও উদ্দেশ্য নাকি অপরিবর্তিত। কিন্তু এটিই সেই ধরনের প্রতীকী আনুগত্য, যা ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান করেন। আইন দশমাংশকে পুনর্ব্যাখ্যা, স্থানান্তর বা পুনর্নির্ধারণ করার অনুমতি দেয় না। একজন পালক লেবীয় নয়। একটি গির্জা বা মিসিয়ানিক সমাবেশ মন্দির নয়। একটি দান প্রথম ফল নয়। দানের থালায় রাখা অর্থ আনুগত্যে পরিণত হয় না।

বলিদান, উৎসব-নিবেদন ও শুদ্ধিকরণের আচারগুলোর মতোই, আইন যা আদেশ করেছিল তা আমরা সম্মান করি মানবীয় উদ্ভাবন দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে অস্বীকার করে।

যা পালন করা যায় তা আমরা পালন করি, আর যা পারি না তা সম্মান করি

দশমাংশ ও প্রথম ফল চিরস্থায়ী আদেশ, কিন্তু ঈশ্বর নিজে মন্দির, বেদী, যাজকত্ব ও শুদ্ধতার ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন না করা পর্যন্ত এগুলো পালন করা অসম্ভব। সেই দিন পর্যন্ত আমরা সদাপ্রভুর ভয়ে চলি—সামর্থ্য অনুযায়ী উদারভাবে দান করি; কিন্তু দশমাংশ হিসেবে নয়, প্রথম ফল হিসেবে নয়, কোনো শতাংশের প্রতি বাধ্যতামূলক আনুগত্য হিসেবে নয়—বরং করুণা ও ধার্মিকতার প্রকাশ হিসেবে।

বিকল্প উদ্ভাবন করা মানে আইন পুনর্লিখন করা। বিকল্প উদ্ভাবন করতে অস্বীকার করা মানে সেই ঈশ্বরকে সম্মান করা, যিনি এটি উদ্ভারণ করেছেন।